154278 - সাহাবায়ে করোম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জানাযার নামায একাকী আদায় করলনে কনে?

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জানাযার নামায আদায়কালে ইমাম ছলি না কনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

এক:

বভিন্নি রওেয়ায়তে সাব্যস্ত হয়ছে যে, সাহাবায়ে করোম (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জানাযার নামায একাকী আদায় করছেলিনে; জামাতরে সাথে আদায় করনেনি।

আবু আসবি কংিবা আবু আসমি (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে: "তনিি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জানাযার নামাযে হাযরি হয়ছেনে। সাহাবায়ে করোম বলল: আমরা কভিাবে উনার জানাযা নামায আদায় করব? তনিি বললনে: আপনারা দলে দলে প্রবশে করুন। তনিি বলনে: তারা এই দরজা দয়িে প্রবশে করে তাঁর জানাযার নামায আদায় করে ঐ দরজা দয়িে বরে হতনে।"।[মুসনাদে আহমাদ (৩৪/৩৬৫), রসিালা প্রকাশনী]

মুসনাদে আহমাদরে এই সংস্করণ এর সম্পাদকগণ বলছেনে: "হাদসিটরি সনদ সহহি। এর বর্ণনাকারীগণ সকলে শাইখদ্বয় (বুখারী-মুসলমি) এর রাবীগণ; শুধু হাম্মাদ বনি সালামা ছাড়া, তনিি মুসলমিরে বর্ণনাকারী এবং সাহাবী ছাড়া। এই সাহাবীর কোন হাদসি 'সহিহ সত্তিা'-তে নইে। জানাযার নামাযরে ঘটনার সাক্ষ্য ইবনে মাজাহ কর্তৃক সংকলতি (১৬২৮) ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদসিে রয়ছে, বাইহাকী কর্তৃক 'আল-দালায়লি' (৭/২৫০) এ সংকলতি সাহল বনি সাদ-এর হাদসিে রয়ছে। তবে, এ দুটো হাদসি-ই দুর্বল।"[সমাপ্ত]

ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) বলনে: "তাঁর উপর – অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে উপর- একাকী নামায পড়ার বষিয়টি সরিাত লখেকগণ ও একদল রওেয়ায়তে সংকলকদরে সর্বসম্মত অভমিত; এ ব্যাপারে তারা মতভদে করনেনি।"[তামহদি (২৪/৩৯৭) থকেে সমাপ্ত]

যে ব্যক্তি এ বিষয়ে বর্ণিত আছারগুলো (বর্ণনাগুলো) পড়তে চান তিনি দেখতে পারেন: আব্দুর রাজ্জাক আল-সানআনি কর্তৃক সংকলিত 'আল-মুসান্নাফ' (৩/৪৭৩), 'পরিচ্ছেদ: কিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জানাযার নামায পড়া হয়েছে', ইবনে আবু শাইবা কর্তৃক সংকলিত 'আল-মুসান্নাফ' (১৪/৫৫২), 'পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে', ইবনে মুলাক্কিন-এর 'আল-বদরুল মুনির' (৫/২৭৪-২৭৯), ইবনে হাজার-এর 'আত-তালখিসুল হাবির' (২/২৯০-২৯১) এবং সুয়ুতি-র 'আল-খাসায়েস আল-কুবরা' (২/৪১২-৪১৩)]

দুই:

আলেমগণ সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযার নামায একাকী আদায় করার বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন:

প্রথম কারণ: কোন কোন আলেম বলেছেন: এর কারণ হচ্ছে– সাহাবায়ে কেরামের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসিয়ত ছিল আলাদা আলাদাভাবে তার জানাযার নামায আদায় করার। কিন্তু সহিহ সনদে এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয়নি। বরং কিছু দুর্বল হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

সুহাইলি (রহঃ) বলেন:

এটি নবী সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। এ আমল কুরআন-সুন্নাহ্র সরাসরি দলিল ছাড়া হতে পারে না। এছাড়া বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মর্মে ওসিয়ত করে গেছেন। তাবারী সনদসহ তা বর্ণনা করেছেন। এর তাত্ত্বিক কারণ হল: আল্লাহ্ তাআলা তাঁর উপর সালাত পড়া এই বাণীর মাধ্যমে ফরয করে দিয়েছেন: (صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً، (তোমরাও তাঁর উপর সালাত এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ কর।)[সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৬] এই আয়াতে যে 'সালাত' পড়ার কথা বলা হচ্ছে সে সালাত (দরুদ) পড়ার হুকুম হচ্ছে– ইমাম ব্যতীত। তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে তাঁর উপরে সালাত (জানাযার নামায) পড়াও এই আয়াতের ভাষ্যে অন্তর্ভুক্ত। আয়াতে কারীমাটি এই সালাত (জানাযা-নামায) ও সার্বক্ষণিক তাঁর উপরে সালাত (দরুদ) উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে।[সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত][আর-রওযুল উনুফ (৭/৫৯৪-৫৯৫)] الأحزاب/56

দ্বিতীয় কারণ: এই মর্যাদা অর্জন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযার নামাযের ইমামতি- এর ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক তীব্র প্রতিযোগিতা। যার কারণ হচ্ছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাদের তীব্র ভালবাসা। এ ভালবাসার সাথে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাদের সর্বশেষ নিকটবর্তী অবস্থানের ক্ষেত্রে অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া বা সুযোগ দেয়া সাজে না; বরং প্রতিযোগিতা করা এবং ঢলোঢলে করাই সাজে। বিশেষতঃ যেহেতু খলিফা বা ইমামের বিষয়টি তখন পর্যন্ত স্থিতিশীল হয়নি এবং কোন ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহ্র দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তাকে তখনও চেনা যায়নি যে, তিনি এগিয়ে গিয়ে ইমামতির দায়িত্ব নিবেন। তাই

তারা মুসলমানদরে ঐক্যরে বষিয়টকিে গুরুত্ব দয়িছেনে এবং একজন ব্যক্তরি উপর তাদরে সকলরে সদ্ধিান্ত এক হওয়ার অপক্ষোয় ছলিনে; যাতে করে তনিহিি অনুসৃত ইমাম হতে পারনে। কারণ খলফিাই তো নামাযরে ইমামতি জন্য এগয়িে যতেনে।

ইমাম শাফয়েি (রহঃ) বলনে: "সাহাবায়ে করোম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জানাযার নামায একাকী আদায় করছেলিনে কউে ইমামতি করনেি সটো রাসূলরে মহান মর্যাদার কারণে এবং একক ব্যক্তি যনে রাসূলরে জানাযা নামাযরে ইমাম না হয় তাদরে পারস্পারকি এই প্রতযিোগতিার কারণে।"[সমাপ্ত][আল-উম্ম (১/৩১৪)]

ইমাম রামলি (রহঃ) ইমাম শাফয়েি (রহঃ) এর উক্তটিি উদ্ধৃত করার পর বলনে:

"কনেনা তখনও উম্মাহ্র নতেৃত্ব দয়োর জন্য কোন ইমাম নর্িধারতি হয়নি। যদি কউে নামাযরে ইমামতরি জন্য এগয়িে যান তাহলে সবক্ষত্রেে তনিহিি হবনে অগ্রণী এবং খলিাফতরে জন্য নর্িদষ্টি ব্যক্তি।"[সমাপ্ত][নহিায়াতুল মুহতাজ (২/৪৮২)]

তৃতীয় কারণ: সাহাবায়ে করোমরে মাঝে কারো মুক্তাদি না হয়ে একাকী ও বশিষেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জানাযার নামায আদায় করার মাধ্যমে বরকত লাভরে প্রতযিোগতিা। সওয়াব ও বরকত লাভরে জন্য তাদরে কউে তার মাঝে ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে মাঝে অন্য কউে মাধ্যম হোক এটা গ্রহণ করনেনি।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলনে:

"তাদরে প্রত্যকেে তাঁর বরকত অন্য কারো অনুবর্তী না হয়ে বশিষেভাবে নতিে চয়েছেনে।"[সমাপ্ত][আল-জামে লি আহকামলি কুরআন (৪/২২৫)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

"সাহাবায়ে করোম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জানাযার নামায প্রত্যকেে আলাদা আলাদাভাবে পড়ছেনে। কারণ তারা কউে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে মাঝে ইমাম গ্রহণ করা পছন্দ করনেনি। তাই তারা একা একা এসে নামায আদায় করছেনে। প্রথমে পুরুষরো, তারপর নারীরা।[সমাপ্ত][আমাদরে ওয়বে সাইটরে 152888 নং ফতোয়ায় উদ্ধৃত]

চতুর্থ কারণ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁর সামনে অগ্রসর হয়ে সবার নামাযরে ইমামতি করতে ভয় করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ছলিনে মানুষরে ইমাম, নতো ও পথ-প্রদর্শক। সে কারণে তাঁর মৃত্যুর পরে কউে তাঁর স্থানে দাঁড়াবে, তাঁর অনুমতি ব্যতরিকেে, সে সাহস করনেনি। এ কারণটি – যমেনটি আপনি দখেতে পাচ্ছনে- পূর্বোক্ত দ্বতিীয় ও তৃতীয় কারণরে সাথে সাংঘর্ষকি; যে কারণদ্বয় আলমেগণ উল্লখে করছেনে।

হাম্বলি মাযহাবরে আলমে 'বুহুতি' (রহঃ) বলনে:

“তার উপর তথা মৃত ব্যক্তির উপর জামাতবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করা সুন্নত। যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম করেছেন এবং মুসলমানরা এর উপরে আমল করে আসছে। তবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জানাযার নামায জামাতবদ্ধভাবে পড়া হয়নি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে।”[সমাপ্ত][শারহু মুনতাহাল ইরাদাত (১/৩৫৭)]

এই কারণগুলো আলেমগণ উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু, এর মধ্যে কোন একটি কারণকেও নিশ্চিত করা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়।

হতে পারে উল্লেখিত সবগুলো কারণের পরিপ্রেক্ষিতে কিংবা কোন একটি কারণের পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাযার নামায একাকী আদায় করেছেন। আবার এও হতে পারে আমরা যে কারণগুলো উল্লেখ করেছি সেগুলো ছাড়া ভিন্ন কোন কারণে তারা তা করেছেন। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

ইতিপূর্বে 152888 নং প্রশ্নোত্তরে জানাযার নামায আলাদা আলাদাভাবে পড়া জায়েয হওয়া এবং জামাতে পড়া সুন্নত; ওয়াজিব নয়, শুদ্ধতার শর্ত নয় তা বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।